গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা-৩ শাখা

বিষয়: বাংলাদেশ রেলওয়ের "কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত ১১ তম প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব
সভার তারিখ	১৩ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বিকাল ৩:০০ ঘটিকায়
স্থান	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত ও জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি "কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং অন্যান্য বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:

ক্র:	বিবরণ	বিস্তারিত তথ্যাদি	
১.	**প্রকল্পের নাম:**	বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)- শীর্ষক প্রকল্প।	
২.	**প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো:**	• কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে নিরাপদে দ্রুত সময়ে অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালাবাহী ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিতকরণ; • বিভিন্ন ইয়ার্ড ও স্টেশনের পরিচালন সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং রেল যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নতকরণ।	
৩.	**প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম:**	• কুলাউড়া-শাহবাজপুর [৫২.৫৪ কি:মি: (মেইন লাইন-৪৪.৭৭ কি:মি: এবং লুপ লাইন-৭.৭৭ কি:মি:)]-রেল লাইনকে UIC ৬০ কেজি রেল ও নতুন পিসি স্লীপার দ্বারা ডুয়েল গেজ সিঙ্গেল লাইনে পুনর্বাসন; • ০৭টি স্টেশন ভবন নির্মাণ/পুন.নির্মাণ এবং প্লাটফরম নির্মাণ/পুন.নির্মাণ; • ৪২টি বক্স কালভার্ট ও ১৭ টি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ/পুন.নির্মাণ। • নন-ইন্টারলকড কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থা স্থাপন।	
৪.	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:**	মূল অনুমোদিত ডিপিপি	মোট ১১৭৬৮.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১১৭৬৮.৬১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-০.০০ লক্ষ টাকা)
		১ম সংশোধিত ডিপিপি	মোট ৬৭৮৫০.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি-১২২৫২.০৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-৫৫৫৯৮.৭৬ লক্ষ টাকা)
৫.	**প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:**	মূল অনুমোদিত	০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০১২ পর্যন্ত
		ডিপিপি ১ম সংশোধন	০১.০৭.২০১১ হতে ৩০.০৬.২০১৭ পর্যন্ত সর্বশেষ ৪র্থ দফায় ৩১.১২.২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬.	**প্রকল্পের অর্থায়ন:**	Government of Bangladesh (GoB) & Indian Dollar Line of Credit (LoC-I).	

৭.	**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ:**	চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি-তে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৩২.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৮৪.২০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-৯৫০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে।
৮.	**প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:**	প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান সময়ে (জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ২০.০৩% এবং ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ২৫.৭২%।

আলোচনাঃ

২.১. প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. সুলতান আলী জানান যে, WD-1 প্যাকেজের আওতায় ৩৮৪ টি পাইলের মধ্যে ৯৫টি পাইলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Kalindee Rail Nirman (A division of Texmaco Rail & Engineering Limited ১,১৪,৪০৩ ঘনমিটার ব্যালাস্টের মধ্যে ৫,৪১৫ ঘনমিটার ব্যালাস্ট এবং ১০,৭৮৯ মে. টন UIC 60 kg রেলের মধ্যে ৫২৪১.৫৪ মে. টন সরবরাহ করেছেন। বর্তমানে ২৩ জন Key Expert এর মধ্যে ২জন, সাপোর্টিং স্টাফ ১২ জনের মধ্যে ৩ জন এবং অন্যান্য ১০ জন প্রকল্প সাইটে কর্মরত আছেন। ১৬৯টির মধ্যে মাত্র ১৮ টি প্লান্টস, মেশিন ও যন্ত্রপাতি প্রকল্প সাইটে আনয়ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের জন্য মালামাল স্বল্পতার কারণে কাজ বন্ধ থাকছে। WD-1 এর ঠিকাদারের সাথে চুক্তিপত্রের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বাড়িয়ে ৩১/১২/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত করা হয়েছে। WD-1 ঠিকাদার কর্তৃক Claims and Compensation বাবদ ১২০.৪৩ কোটি টাকা দাবী করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত work program অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি খুবই নিম্ন। ০২/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় WD-1 প্যাকেজের ঠিকাদারের চুক্তি সমাপ্ত করে নতুন দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু উক্ত সভার কার্যবিবরণী অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ০২ ও ০৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ LoC পর্যালোচনা সভায় ২০ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত WD-1 ঠিকাদারের কাজের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে এবং ঠিকাদারকে বহাল রাখার বিষয়ে ২০/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে বলা হয়েছে।

২.২. প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, SD-1 প্যাকেজের আওতায় consultancy services এর কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত ভারতীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Balaji Rairoad Systems Pvt. Ltd. এর সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে ১৩/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে। চুক্তিপত্রের আওতায় প্যাকেজ নং WD-1 এর Detail Design এবং Tendering Services সম্পন্ন হয়েছে। Construction Supervision (Phase-II) এর মেয়াদ ২৮/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে অতিক্রান্ত হয়েছে। পরামর্শ সেবার অবশিষ্টাংশ কাজের জন্য Exim Bank of India হতে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত তালিকার ৪টি ভারতীয় পরামর্শকদের মধ্যে ১৩/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে RFP ইস্যু করা হয়েছে, মূল্যায়ন শেষে ১ম নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির ১ম ডিপিপি সংশোধন হয়েছিলো ২০১৫ এ। ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার দরুণ যেকোনো ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পূর্বের রেইটে কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের ডিপিপি ২য় বার সংশোধনের প্রয়োজন হবে। ডিপিপি সংশোধন সাপেক্ষে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সেক্ষেত্রে WD-1 প্যাকেজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত (আর্থিক) ক্ষমতাবান প্রতিনিধির নিকট হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ শেষ করার বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন না হলে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রেখে চুক্তি করার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে বলে আইএমইডি প্রতিনিধি সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি ৪র্থ বারের মত বর্ধিত সময়ের (৩১/১২/২০২৪ খ্রি.) মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৪. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ভারতীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দাবীকৃত ১২০.৪৩ কোটি টাকার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য কমিটি করে দেওয়া যেতে পারে। তিনি আরো জানান যে, ০২/০২/২০২২ খ্রি. তারিখের সভার কার্যবিবরণী ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হওয়ায় নতুন করে দরপত্র আহ্বানের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। নতুন দরপত্রের আওতায় ঠিকাদার নিয়োগ করা হলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হতে পারে মর্মে তিনি সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটি LoC-I ভুক্ত, যার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ধরা আছে ২০৩২ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে না। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের কাজ যতটুকু সম্পন্ন হয়েছে, সেখানেই প্রকল্প সমাপ্ত করে পরবর্তীতে ভিন্ন LoC বা Projectize Loan এর আওতায় করা যেতে পারে এবং ভারতীয় হাইকমিশনের এ বিষয়ে অর্থায়নের নীতিগত সম্মতি রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক বলেন যে, প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হলে নতুন করে ডিপিপি করতে হবে, যা অনেক সময়সাপেক্ষ বিষয়। তিনি আরো বলেন যে, ভারতীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট অবশিষ্ট কাজের পরিমাণ এবং অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ জানতে চাওয়া হয়েছে।

২.৫. ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রকল্প সমাপ্তকরণ করা হলে প্রকল্পের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তকরণে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতামতেরও প্রয়োজন হবে। তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে সভা করে বিষয়টি সুরাহা করা যেতে পারে। সভাপতি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প পরিচালক, ইআরডি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে শীঘ্রই সভা আহ্বানের জন্য বলেন। সভায় সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রকল্পটি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালক, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, ইআরডি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ের সমন্বয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আহ্বানের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

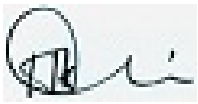

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০০.১৪.০১০.২২.৮৪

তারিখ: ৭ ভাদ্র ১৪৩০
২২ আগস্ট ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, বাজেট-৫)।
২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ)।
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: মহাপরিচালক, সেক্টর-২)।
৪) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, এশিয়া জেইসি ও এফএন্ডএফ)।
৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, ভৌত অবকাঠামো উইং)।
৬) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, রেল পরিবহন উইং)।
৭) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ।
৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১২) প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫) উপসচিব, উন্নয়ন-২ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬) প্রকল্প পরিচালক,
১৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
১৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

জহুরা খাতুন
উপসচিব